উত্তরবঙ্গের
কথা সাহিত্য

পুরুষোত্তম সিংহ
তানিয়া রায়

উত্তরবঙ্গের
খন্ডচিত্র এ
বিন্দুতে সিন্ধু
ভূ-বৈচিত্র্যে
কথাসাহিত্য
বর্ণছটায় তা
গ্রন্থে।

Uttarbanger Kathasahitya by Purusattam Singha & Taniya Roy
Publsihed by Joyjit Mukherjee **SOPAN** 206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
Ph. : +91 033 2257 3738 / +91 9433343616 / +919836321521
e-mail. : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০১৮

জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
(০৩৩) ২২৫৭ ৩৭৩৮/৯৪৩৩৩ ৪৩৬১৬
e-mail. : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com

© লেখক

প্রকাশক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মুদ্রক
সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৭০০ ০৬৭

মূল্য : ২৫০ টাকা

ISBN : 978-93-82433-98-9

প্রচ্ছদ ঃ দে

সূচিপত্র

পুরুষোত্তম সিংহ

অমিয়ভূষণের উপন্যাস বলয় ১১
ষোল ঘড়ি কথা : কুম্ভকার জীবনের মহাকাব্য ২৮
বুনোহাঁসের ডানা : অস্তায়মান সামন্ততন্ত্রের আখ্যান ৩৬
অরণ্যমন অরণ্য ক্ষুধা : নিজস্ব পাঠ ৪১
মিশর সাম্রাজ্ঞী বেনরেত : নব ইতিহাসের সন্ধান ৪৮
বিপুল দাসের গল্প : বহুমাত্রিক পাঠ ৫২
অলোক গোস্বামীর আগুনের স্বাদ : ঐতিহ্য, নির্মাণ, বিনির্মাণ ৬০
সৌরেন চৌধুরীর গল্প : জীবনবোধের উৎস সন্ধান ৬৯
কোন এক বিপন্ন বিস্ময় ঃ স্রোতের উজানে দেবেশ ৭৯
তৃপ্তি সান্ত্রার গল্প : গোষ্ঠী জীবনের সাতকাহন ৮৭
বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন ৯৫
কাল্পনিক সংলাপ : প্রসঙ্গ উত্তর দিনাজপুরের কথাসাহিত্য ১২৪

তানিয়া রায়

বিপুল দাসের উপন্যাস : আলোচনার নিরিখে ১৩৩
অলোক গোস্বামীর অদ্ভুত আঁধার : এক ভিন্ন জীবনবোধের উপাখ্যান ১৪০
তৃপ্তি সান্ত্রার চুড়েইল : স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান ১৪৬
অজিতেশ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প : স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ১৫৩
নৃপেন্দ্রনাথের ছোটগল্প : অনন্যতার সন্ধানে ১৬১
প্রসঙ্গ : সুধীরচন্দ্র সরকারের ছোটগল্প ১৬৯

গল্পগুলিতে বিষয়ের স্বতন্ত্র বিন্যাস সহজেই চোখে পড়ে। তিনি যেন চরিত্রের সঙ্গে কথা বলেন, চরিত্রের অন্ত:দ্বন্দ্ব নিজেই উপলব্ধি করেন। তা 'কি গল্প লিখি'তে বলেন—"গল্পের ভেতরে একটি ঘটনা যখন ঘটতে থাকে প্রতিমুহূর্তে উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখি। দেখি, পাওয়া না পাওয়ার অবিরাম দ্বন্দ্বে মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে; তার প্রগাঢ় বাসনা আছে। কিন্তু সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই। তবু যুদ্ধ করে, হার স্বীকারে রাজি নয়, আর এইখানেই তার জিত।"

পীযূষ ভট্টাচার্য জন্মসূত্রে বালুরঘাটের মানুষ। নভলেটের মধ্যে আছে 'জীবিসঞ্চার'। গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে 'কুশপুত্তলিকা', 'কীর্তিমুখ' ও 'পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প'। তাঁর গল্পের বক্তব্য স্বতন্ত্র। তিনি বাজারি পত্রিকার কৌশল বা পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সস্তা গল্প ফাঁদেন না। বালুরঘাটের অজিতেশ ভট্টাচার্য ও পীযূষ ভট্টাচার্য যেন গল্পের অভিমুখ অনেকটাই পাল্টে দেন। বালুরঘাট থেকে অনেকেই লিখেছেন, যেমন—অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র ও মন্মথ রায়। তবে এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতায় গিয়েছেন। নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে বালুরঘাটে নাট্যচর্চা করে গেছেন। কলকাতার হাতছানি থাকলেও স্বভূমি ত্যাগ করেন নি। সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চায় অমিয়ভূষণের পর একাকুম্ভের মতো লড়ে গেছেন অজিতেশ ভট্টাচার্য—লেখক ও সম্পাদক হিসেবে, আর পীযূষ ভট্টাচার্যরা তাঁরই সহযোগী। পীযূষ ভট্টাচার্যের 'বোধনপর্ব' গল্পটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। সত্তর দশকে বর্গা ও পাট্টা প্রথা বিলির মাধ্যমে বহু জমি হস্তান্তর হয়েছিল। কৃষির উন্নয়নেও সরকার বিশেষ নজর দিয়েছিল। তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা উত্তরবঙ্গে জল সেচের ভাবনা হলেও তা মধ্য পথে এসেই থমকে যায়। ফলে দুই দিনাজপুর সহ মালদার বিরাট অংশ সে সেচ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়। বোধনপর্ব বলতে লেখক বুঝিয়েছেন ফসল রোপনের পূর্বের নানা কর্মসূচীকে। এই কর্মসূচীতে যে নানা জটিলতা তা লেখক বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে দেখিয়েছেন। তেমনি ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মালিকপক্ষ থেকে নানা চাপ আসে। যে জমিতে আগের তুলনায় এখন বহু ফসল উৎপন্ন হচ্ছে ফলে মালিকরা স্বভাবতই নজর দেয়। আবার দীর্ঘদিন জমি আধি থাকার ফলে কৃষক উচ্ছেদও সম্ভব হয় না। তেমনি এই বর্গাপ্রথা ও কৃষককে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দলে কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তেমনি বংকার জমি বর্গা অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে সে জল পায়নি—"তার ফলে সেচ যেমন বোরো চাষের পক্ষে অপরিহার্য জলের বিলি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইনই যথেষ্ট। যেহেতু বংকা বর্গা রেকর্ড বা মালিকানা সত্ত্ব কিছুই দাখিল করতে পারেনি সেহেতু জল বন্ধ করে।" গোটা গল্প জুড়েই লেখক গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার একটা আভাস দিয়েছেন। কৃষিনির্ভর গ্রাম্য জীবনের নানা স্তরের পর্যায়ক্রমিক যে চিত্র তা তিনি উল্লেখ করেছেন। 'মা জল দে—মা গাই দে গলাটা দুঃখাইছে' পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক জটিলতার যে ক্ষমতায়ন তারও যেন আভাস দিয়ে যান। দরিদ্র মানুষ চিরকাল ধরেই বঞ্চিত হয়েছে। বহু মানুষ বর্গা প্রথার সুবিধা পেলেও বৃহত্তর কৃষক সমাজের একটা অংশ আজও সেই তলানিতেই আছে। তাই বৃষ্টি

কামনায় নারীরা উত্তরবঙ্গের এক লোকাচার হুদুম পালন করে। এই লোকাচারটি হল রাত্রির অন্ধকারে নারীরা বিবস্ত্র হয়ে মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে—এ উৎসব পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে আজ প্রবেশ করেছে বাংকা। কিন্তু নারীরা আজ আর লজ্জিত হয় নি। কেননা পুরুষ অপেক্ষা তাদের কাছে আজ বৃষ্টিই বড়—কেননা বৃষ্টি না হলে ক্ষুধার অন্নই ফলবে না। লজ্জা নারীর চিরকালীন ভূষণ। তাই শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর গল্পকার বুনন করে চলেন—"আকাশ তো চিরকালই শূন্য। তার নিজস্ব নিশানার হদিশই বা কী, তবুও যেন প্রবল বৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়ে এদের মাথার উপর ঝুলে আছে! সবকটি মানুষই যেন প্রবল বৃষ্টিতে মাটির মতন তালগোল পাকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এই সময় পৃথক হয়ে যায়।"

৫

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্তের দুটি গল্প সংকলন চোখে পড়েছে 'পতঙ্গ বাসনা' ও 'ভিতরের মানুষ'। নৃপেন্দ্রনাথের 'ঊনপাঁজুরে' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'বসুমতী' পত্রিকায় ২০০২ খ্রিস্টাব্দে। এ গল্প অপর্ণার জীবনযন্ত্রণার গল্প। স্বামী অত্যাচার থেকে বাঁচতে চেয়েছিল অপর্ণা। সেখানে স্বামীর মৃতুই ছিল কাঙ্ক্ষিত। এমন স্বামীর মৃত্যুশয্যাতেই সে গেছে প্রধান শিক্ষিকার কাছে সার্টিফিকেট আনতে স্বামী মৃত হলে যেন চাকরি পায়। বিবাহিত জীবনে অপর্ণার কোন সাধই পূরণ হয় নি, ভেবেছে স্বামী মৃত হলেই সব সাধ পূরণ করবে। লেখক শুধুই গল্প বলেন না মাঝে মাঝেই সমাজের নঞর্থক দিকগুলিও ফুটিয়ে তোলেন। প্রধান শিক্ষিকা প্রথমে সার্টিফিকেট দিতে না চাইলেও টাকার অংক শুনে রাজি হয়েছে। এমনকি চাকরির জন্য অপর্ণা মিথ্যার আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় নি। ইতিমধ্যেই খবর এসেছে স্বামী ভালো আছে—মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই। অপর্ণার জীবনস্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। স্বামীর প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা নেই তা নয় কিন্তু অপর্ণার যা পাওয়ার কথা ছিল তা পায় নি, তাই মনে হয়েছে—"কী হবে আগুনকে ফুল উপহার দিয়ে?' পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারেনি বলে আজও বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে। লেখক নির্মমভাবেই বলেন—"আজও মেয়েদের শুধু সন্তানবতী হলে চলে না, পুত্রবতী হতে হয়। হতে না পারলে পরিবারের সকলের চোখে সে অপরাধী।' তবে অপর্ণার সামাজিক দায়িত্ব যথেষ্ট। শ্বশুর-শাশুড়ি, কন্যা কাউকেই সে ফেলতে চায়নি। শুধু সে স্বাধীনতা চেয়েছে। স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধীনতা আর কতটুকু—

"না অপর্ণার আর চিন্তা করার কিছু রইল না। ঘরে সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক সুবি! আবার চাকরিতে যোগ দিক। সূর্যের ছিটানো করুণায় যেমন করে আলোকিত হয় চাঁদ, তেমনি স্বামীর করুণা নিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন। চিহ্নিত গতিপথের বাইরে দৌড়নোর নিয়ম নেই মেয়েদের।